উষস্তি চাক্রায়ণ ও আটিক্যা।

ভূমিকা।

মহর্ষি বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়{১৮৭৫-১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ} এবং তাঁর প্রধান শিষ্য মহর্ষি ত্রিদিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের {১৯২৩-১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ} উপদেশের দ্বারা যা বোধগম্য হয়েছে সেই অনুসারে যথাসাধ্য এই উপনিষদের অর্থ লিখিত হল। এখনো হাওড়ার কালীকুণ্ডু লেনে(কালী ব্যানার্জ্জী লেনে), ঋষি বিজয়কৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বমাতা এবং দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

দেবকুমার লাহিড়ী।

০৩/০৩/২০১২

শার্জ্জা, সংযুক্ত আরব।

ছান্দোগ্য উপনিষদ,প্রথম অধ্যায় দশম এবং একাদশ খণ্ড।

এই উপনিষদের সার মর্ম্ম এবং মূল মন্ত্র ও তার অন্বয়, অর্থ লিখিত হল।

ব্রহ্ম খণ্ড(সার মর্ম্ম)।

নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত যে আত্মা, যাঁকে আমরা প্রত্যেকে 'নিজ' বলে উপলব্ধি করি, তাঁর যে ক্রিয়াশীলতা তার নাম প্রাণ। বিশ্বভূবনের সকল ক্রিয়াই প্রাণের ক্রিয়া। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় প্রাণেরই ক্রিয়া। এই প্রাণের নাম মুখ্য প্রাণ। আমাদের মধ্যে ইনি আছেন বলে এঁর নাম মধ্যম প্রাণ। এঁর ক্রিয়া কালের আকারে উপলব্ধি হয়।আমাদের প্রতি কর্ম্ম প্রাণেরই ক্রিয়া। প্রাণের প্রতি ক্রিয়াতে,উদয় এবং অস্তে, প্রাণের যে ভঙ্গিমা, যে বেদনের ক্রম, তার যিনি দ্রষ্টা, তাঁর নাম উষস্তি। প্রাণের এই ক্রমকে, ক্রমণকে ঋষি, 'প্রস্তাব', 'উদ্গান' এবং 'প্রতিহার' বলে বর্ণনা করেছেন। ছান্দোগ্যে অন্যত্র আরো চারটি ক্রম বলা হয়েছে, যথা 'হিংকার, প্রস্তাব,আদি,উদ্গীথ, প্রতিহার, উপদ্রব,নিধন'। প্রাণের ক্রম এবং কালের ক্রম একই। কোন কর্ম্মের আকারে প্রাণ যে প্রথম ফুটে ওঠেন তা 'প্রস্তাব'। প্রাণের যে পূর্ণ প্রকাশ তা উদ্গান।

মৃত্যু, অব্যক্তকে নাস্তি করে যে প্রকাশ এবং তার যে ভোগ বা সার্থকতা তা উদ্গান আর সেই সার্থকতা ভোগের অন্তে প্রাণেই ফিরে গিয়ে বিধৃত থাকে, তা প্রতিহার।
উদ্গানের প্রকৃত মর্ম্ম হল মৃত্যুর ঊর্দ্ধে যে অন্তবিহীন দৈব ভোগ তার প্রাপ্তি, মৃত্যুর ঊর্দ্ধে নিজের সর্ব্বপ্রকাশময়, চিন্ময় স্বরূপ।
প্রতি কর্ম্মেই প্রস্তাব, উদ্গান এবং প্রতিহার আছে, কিন্তু প্রাণকে না জানার জন্য, মর্ত্ত দর্শনের হেতু আমরা মরার মতই জীবন যাপন করি।
প্রাণের এই ক্রমণের, সৃষ্টি থেকে লয়, লয় থেকে সৃষ্টি, এই চক্র গতির যিনি দ্রষ্টা তিনি চক্রের পুত্র উষস্তি।

জানা মানে তাই হওয়া। ঋষি উষস্তি, যিনি প্রাণের দ্রষ্টা, উপনিষদ তাঁকে কখনো দ্রষ্টা অর্থে আবার কখনো প্রাণ অর্থে বর্ণনা করেছেন।সেই রকম, ঋষির জায়াকেও কখনো ঋষি পত্নী, কখনো বা প্রাণের শক্তি(বাক্) অর্থে বর্ণনা করেছেন।একই ভাবে যজমানকেও (রাজাকেও) বর্ণনা করা হয়েছে। এই উপনিষদে 'অতিশেষ' এবং 'অতিসৃষ্টি' এই দুইটি শব্দের প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য। ভোগের পর বা

মৃত্যুর পর আমরা প্রাণে যে ধরা থাকি তা আমাদের 'অতিশেষ অংশ'। মৃত্যুর পরপারে, মৃত্যুকে অতিক্রম করে আমরা যে প্রাণে ধরা থাকি, এই প্রসঙ্গে 'অতিশেষ' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। আবার প্রতি ভোগের অন্তেও আমরা প্রাণে ধরা থাকি, তা অতীত অথচ অস্তিত্বময়।
যে প্রাণ থেকে সবাই সৃষ্ট হয়েছে, সে প্রাণকে যখন জীব জানে, তখন সে 'অতিসৃষ্ট' হয়। প্রাণ সবার স্রষ্টা এবং সবাইকে অতিক্রম করে আছেন, তাই যিনি প্রাণকে জানেন তিনিও সৃষ্টিতে 'অতিসৃষ্ট'।
প্রাণের(বিষ্ণুর) এই ত্রিবিক্রম(তিনটি ক্রম) বা তিনটি পদ বা তিনটি ভঙ্গিমা কে জেনে আমরা মর্ত্তের দ্বারা আছন্ন যে প্রাণ তার থেকে উদ্গত হয়ে, উঠে, মুখ্য প্রাণ বা মহাপ্রাণের সাথে এক হব।

প্রথম অধ্যায়, দশম খণ্ড।

১।১০।১

মটচীহতেষু কুরুষ্বাটিক্যা সহ জায়য়োষস্তির্হ চাক্রায়ণ ইভ্যগ্রামে প্রদ্রাণক উবাস।

মটচী (মট্-মর্ত্ত বা মৃত্যু; মটচী-মৃত্যুর দ্বারা গ্রস্ত)
হতেষু কুরুষু(হত প্রাপ্ত কুরুদেশে) আটিক্যা(ভ্রাম্যমান,ভ্রমনসমর্থা) সহ জায়য়া (জায়ার সাথে) উষস্তি হ বৈ চাক্রায়ণ (চক্রের পুত্র উষস্তি) ইভ্য(ইভ্য) গ্রামে(গ্রামে) প্রদ্রাণকঃ(কালের দ্বারা বিক্ষিপ্ত বা পীড়ীত হয়ে) উবাসঃ(বাস করেছিলেন)।
নিরুক্ত।
মটচী হতেষু কুরুষু---মৃত্যু বা মর্ত্ত দর্শনের দ্বারা আচ্ছন্ন কুরুদেশে বা কুরুক্ষেত্রে বা কর্ম্মক্ষেত্রে ;
মটচী শব্দের অর্থ 'শিলাবৃষ্টি'ও হয়। প্রাণের চাঞ্চলতা কমে গিয়ে, যে কাঠিণ্য হয়, জাড্যতা হয় তা শিলা'।

ইভ্য–ইয়ং ভাতি-যা সামনে প্রতিভাত হচ্ছে তার দ্বারা যে অভিভূত। বর্ত্তমানতার দ্বারা অভিভূত এবং অতীত ও ভবিষ্যতের থেকে বিচ্ছিন্ন।

উষস্তি---উ–উদয়; ষ-শেষ বা অস্ত; উদয় এবং অস্ত প্রাণের বা কালেরই ক্রিয়া; এই দেখে যিনি প্রাণহীন হন না , উদয় অস্তের মূলে উদয় অস্তহীন প্রাণের দ্রষ্টার নাম উষস্তি। চাক্রায়ণ- চক্রের পুত্র। চাক্রায়ণ-চক্র গতির(অয়ন) থেকে জাত–জন্ম থেকে মৃত্যু

এবং মৃত্যু থেকে জন্ম এই কাল চক্রে আবর্ত্তিত হতে হতে জন্ম মৃত্যু যে প্রাণের ক্রিয়া,যে প্রাণ জন্ম মৃত্যুর ঊর্দ্ধে সেই প্রাণের দিকে লক্ষ্য পরে । তাই উষস্তি চক্রের পুত্র ।

আটিক্যা সহ জায়য়া ।

আটিক্যা-আটিকী-অট্ ধাতু সম্পন্ন অথবা টিক্ ধাতু সম্পন্ন। দুই ধাতুর অর্থই 'ভ্রমণ করা' ।

আত্মাকে আত্মশক্তি সক্রিয় করেন বা গতিদেন । আত্মা নিজেই নিজের শক্তি । এই শক্তির নাম বাক্।সক্রিয় আত্মার নাম প্রাণ।এই শক্তির থেকে গতি বা কাল সৃষ্টি হচ্ছে।তাই এই শক্তির নাম আটিকী। কালের আবর্ত্ত বা অক্ষ রচনা করে, এক একটি অক্ষে আমাদের ধারণ করেছেন বা 'আটকে' রেখেছেন। তাই ইনি 'আটিকী'।

যতক্ষণ আমরা মুখ্য প্রাণকে না জানি, ততক্ষণ আমরা মৃত্যুর দ্বারা আচ্ছন্ন এই কর্ম্মক্ষেত্রে,ইভ্য গ্রামে বা ইহলোকের দ্বারা অভিভূত হয়ে থাকি।উষস্তি বা প্রাণ এবং তাঁর শক্তি বাকের সন্তান আমরা।তাই তাঁরাও এই ভাবে আমাদের সাথে বসবাস করছেন । প্রদ্রাণক–দ্রা ধাতু থেকে হয়েছে।দ্রা অর্থে-দৌড়াদৌড়ি করা-কালের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হওয়া।

১।১০।২

স হেভ্যং কুল্মাষান্ খাদন্তং বিভিক্ষে তং হোবাচ।নেতোহন্যে বিদ্যন্তে যচ্চ যে ম ইম উপনিহিত্য ইতি।

সঃ হ ইভ্যম্ (সেই এক ইভ্যকে বা ইভ্য গ্রামবাসীকে) কুল্মাষন্ (নষ্ট খাদ্য;কালের দ্বারা কলুষিত ভোগ) খাদন্তম্(খাদ্য) বিভিক্ষে(ভিক্ষা করলেন;ক্ষরণ ভাবকে ভেদ করলেন)। তম্ হ (তাঁকে-উষস্তিকে) উবাচ(বললো) ন ইতঃ অন্যে (এর থেকে অন্য কিছু)বিদ্যন্তে(নেই) যৎ চ(যা) মে ইমে (আমার কাছে এখানে)উপনিহিত্যঃ(এনে রাখা হয়েছে বা রয়েছে) ইতি।

কুল্মাষন্ (নষ্ট খাদ্য;কালের দ্বারা কলুষিত ভোগ)---

মর্ত্ত ভোগ---সমস্ত ভোগ বা অনুভূতি আমাদের মধ্য দিয়ে প্রাণেই চলেছে; প্রাণই ভোগ বা অন্ন,প্রাণই ভোক্তা বা অন্নাদ, প্রাণই ভোগশক্তি; এই না জেনে ভোগ করার নাম মর্ত্ত ভোগ বা কুল্মাষ খাওয়া যা মৃত্যুর দিকে আমাদের নিয়ে যায়।

বিভিক্ষে(ভিক্ষা করলেন;ক্ষরণ ভাবকে ভেদ করলেন)----যে বৃত্তির দ্বারা ক্ষরণ স্বভাব আমাদের মধ্যে ধৃত থাকে তার নাম ক্ষুধা।ক্ষয় বা ক্ষীণ যাতে না হই তাই আমরা অন্ন আহরন করি, বা আহার

করি। অন্ন অর্থে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ।ক্ষুধার দ্বারা আমরা অন্ন বা প্রাণের প্রতি ধাবিত হই, প্রাণকে ধারন করার জন্য। যিনি অক্ষর, অবিনশ্বর আত্মা, যাঁর সক্রিয়তার নাম প্রাণ,তিনি নিজেকে বহু করে আমাদের পোষণ করছেন; তাঁর এই পোষণময় স্বরূপের নাম অন্ন।আমরা এঁকে জানিনা বলে প্রাণের অভাব বোধ করে ক্ষুধার্ত্ত হই, এবং অন্ন সংগ্রহ করে,খেয়ে,প্রাণবন্ত হই।এঁকে জানলে আমরা প্রাণ ধারনের জন্য অন্নের পিছনে ধাবিত হব না, প্রাণবন্ত হয়ে অন্নকে সৃষ্টি করব;অন্নকে নিজেতে পেয়ে, অভাব গ্রস্ত হয়ে আর অন্ন সংগ্রহ করতে ধাবিত হব না।এর নাম 'ভিক্ষা করা' বা ক্ষরণ ভাবকে ভেদ করে অক্ষর আত্মাকে দেখা বা নিজকে অক্ষর, অন্নের বা প্রাণের মূল বলে জানা। তাই উপনিষদে অক্ষর আত্মাকে 'অনশ্নন্' বা 'ইনি খাননা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।প্রাণের (উষস্তির) আবির্ভাবে এই ক্ষরণ ভাব দূর হয়। এই জন্য ব্রাহ্মণরা ভিক্ষা করেন।

ন ইতঃ অন্যে (এর থেকে অন্য কিছু)বিদ্যন্তে(নেই) যৎ চ(যা) মে ইমে (আমার কাছে এখানে)উপনিহিতঃ(এনে রাখা হয়েছে বা রয়েছে) ইতি-----প্রাণকে আমরা কলন বা মৃত্যুর দ্বারা গ্রস্ত যে ভোগ বা যা আমাদের জীবন তাই নিবেদন করি; এই মর্ত্ত যে

প্রাণেরই প্রকাশ, অক্ষর আত্মার ই জীব হয়ে থাকা, এই যখন দেখি, তখন যা আমাদের আছে তাই প্রাণকে নিবেদন করি---অন্য কিছু দেবার থাকে না , আর সেই মর্তই তখন অমৃত হয়ে যায়।
১।১০।৩
এতেষাং মে দেহীতি হোবাচ তানস্মৈ প্রদদৌ হন্তানুপানমিত্যুচ্ছিষ্টং বৈ মে পীতং স্যাদিতি হোবাচ।

এতেষাম্ (এর থেকে) মে (আমাকে) দেহি (দাও) ইতি হ উবাচ (বললেন–উষস্তি বললেন)।তান্ (সেই খাদ্যকে)অস্মৈ(এনাকে, উষস্তিকে) প্রদদৌ(প্রদান করলেন)। হন্ত(আচ্ছা!) অনুপানম্ ইতি(অনুপান কি হবে?)
উচ্ছিষ্টম্ বৈ(উচ্ছিষ্টই মে পীতং (আমার পানীয়) স্যাৎ (হবে) ইতি হ উবাচ (ইহাই উষস্তি বললেন) ।

নিরুক্ত।
প্রাণ বললেন-- এতেষাম্ (এর থেকে) মে (আমাকে) দেহি (দাও); অর্থাৎ যা কিছু তোমার মর্ত্ত তাই আমাকে দাও বা তাতেই আমাকে দেখ।
অনুপান---অন্ন অনুযায়ী পান।

আমরা যা খাই বা ভোগ করি বা যে শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদি অনুভব করি তা আমাদের পোষণ করে,তাই এদের নাম অন্ন।মুখ্য প্রাণ অন্নের আকারে প্রকাশ পেয়ে মধ্যম প্রাণ বা আমাদের পোষণ বা ধারন করেন।প্রাণ এই যে অন্নকে আমাদের সাথে মিশিয়ে দেন তাতে আমাদের আপ্তি হয়।আমরা প্রাণের দ্বারা আপ্যায়িত হই; আর প্রাণের এই স্বরূপের নাম 'অপ্' যার স্থুল প্রকাশ হল 'জল'। অন্ন প্রাণকে অনুগমন করে, তাই প্রাণই অনুপান।
(এই জন্য আমরা খাবার আগে এবং পরে জল দিয়ে অন্ন নিবেদন করি।)

উচ্ছিষ্ট–উৎ+ ছিন্ন +স্থিত= উৎ (ঊর্ধ্ব) ক্ষেত্র থেকে যা ছিন্ন হয়ে আছে। (এই জন্য উচ্ছিষ্ট জলের দ্বারা ,প্রাণের দ্বারা শুদ্ধ হয়।)
উচ্ছিষ্টম্ বৈ (উচ্ছিষ্টই) মে পীতং (আমার পানীয়) স্যাৎ (হবে)---
অর্থাৎ যা কিছু আমরা প্রাণকে দিই বা খাই বা ভোগ করি, প্রাণ তাঁর অপ্ বা জল রূপ মহিমার দ্বারা তাকে নিজেতে মিশিয়ে ফেলেন বা গ্রহণ করেন। এই জন্য ভুক্ত অন্নের দ্বারা আমাদের পুষ্টি হয়। এই জন্য প্রাণে যা নিবেদিত হয় তা প্রথমে অপ্ বা জলেই যায়, তাই তা পীত হয়।

১।১০।৪

ন স্বিদেতেঽপ্যুচ্ছিষ্টা ইতি ন বা অজীবিষ্যমিমানখাদন্নিতি হোবাচ কামো ম উদপানমিতি।

ন স্বিৎ (না কি) এতে অপি (এই সবই) উচ্ছিষ্ট(উচ্ছিষ্ট; উৎ ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন, মরণশীল)? ইতি।
ন বৈ অজীবিষ্যম্ (বেঁচে থাকতাম না) ইমান্ (এই সব) অখাদন্ (না খেয়ে) ইতি হ উবাচ(উষস্তি এই বললেন)।
কামঃ (কাম বা কামনা অনুযায়ী) মে (আমার) উদপানম্ (উদক পান) ইতি।

নিরুক্ত।
ন বৈ অজীবিষ্যম্ (বেঁচে থাকতাম না) ইমান্ (এই সব) অখাদন্(না খেয়ে) ইতি হ উবাচ(উষস্তি এই বললেন)–অর্থাৎ আমরা যা খাই বা ভোগ করি, প্রাণের স্পর্শে তাই আমাদের প্রাণ বা পুষ্টি হয়ে যায়।
কামঃ(কাম বা কামনা অনুযায়ী) মে (আমার) উদপানম্ (উদক পান) ইতি–প্রাণ বা উষস্তি বললেন, 'উদক পান আমার কাম বা কামনা বা ইচ্ছা অনুযায়ী।

উদক -উৎ ক্ষেত্রে নিয়ে গিয়ে যে মিশিয়ে বা দ্রবন করিয়ে দেয়।

আমরা যা কিছু খাই, যা কিছু ভোগ করি, তা উৎ ক্ষেত্রে, প্রাণেতে দ্রবীভূত হয়;প্রাণের সাথে এক হয়;এই এক করা, আত্মসম্মিত করাই প্রাণের কামনা এবং তিনি সর্ব্বদা তাই করেন।(ইনি নীলকণ্ঠ, বিষও পান করেন!)

১।১০।৫
স হ খাদিত্বাতিশেষাঞ্জায়ায়া আজহার। সাগ্র এব সুভিক্ষা বভূব তান্ প্রতিগৃহ্য নিদধৌ।

স হ খাদিত্বা (তিনি তাই খেয়ে) অতিশেষান্ (যা অবশিষ্ট রইল) জায়ায়ৈ(জায়ার জন্য) আজাহার(নিয়ে আসলেন)। সা (তিনি-উষস্তির জায়া) অগ্রে এব (আগেই) সুভিক্ষা বভূব (ক্ষরণ ভাবকে বা মর্ত্তকে সুন্দর ভাবে ভেদ করেছিলেন)।তান্(তাঁর থেকে-উষস্তির থেকে) প্রতিগৃহ্য(নিয়ে) নিদধৌ(নিজেতে ধারণ করলেন;রেখে দিলেন)।

নিরুক্ত।
স হ খাদিত্বা (তিনি তাই খেয়ে) অতিশেষান্ (যা অবশিষ্ট রইল) জায়ায়ৈ(জায়ার জন্য) আজাহার(নিয়ে আসলেন)।

অতিশেষান্– যা একদম শেষে অবশিষ্ট থাকে। 'শেষ বা অন্তকে' বা মৃত্যুকে অতিক্রম করে যা থাকে'।
জায়ার কাছে 'অতিশেষ' অংশকে নিয়ে যাবার তাৎপর্য্য---আমরা যা খাই, তা প্রাণই খান।অন্ন প্রাণ এবং অন্ন আমাদের মধ্য দিয়ে প্রাণেই ফিরে যায়। ভুক্ত অন্নের স্থূলাংশ যায় শরীরে। ভুক্ত অন্নের সূক্ষতর অংশ যায় মনে। মনের মধ্যে যে বোধ বা জ্ঞান আমরা অনুভব করি তাতে আয়তন (dimension) জ্ঞান থাকে। যেমন মনের মধ্যে আমরা একটি গাছ বা ফুলকে কল্পনা করতে পারি। আয়তনময় বিশ্বকে নিজের মধ্যে যেখানে আমরা অনুভব করি তা মন। ভুক্ত অন্নের আরো সূক্ষ্মতর অংশ যায় প্রাণে। এখানে প্রাণ অর্থে মর্ম্ম, যেখানে আমরা সুখ দুখঃ, ভালোবাসা ইত্যাদি অনুভব করি। এখানে আয়তন বা dimension বিহীন যে অনুভূতি তা আমরা ভোগ করি।ভুক্ত অন্নের সূক্ষতম অংশ যায় বাক্ বা তেজে। ইহাই 'অতিশেষ' অংশ।এইখানে আমাদের সংস্কার থাকে, বা এইখানে আমরা আত্মস্বরূপে সংস্কারের (instinct) আকারে ধরা

থাকি। ধরে রাখেন এবং সংস্কার অনুসারে মৃত্যুর পর আমাদের জাত করেন বলে এঁকে জায়া বা শক্তি বলা হয়েছে। (এঁর নাম বাক্)। বাক্ আত্মশক্তি।উপনিষদে 'প্রাণ ও বাক্‌কে' মিথুন বলা হয়েছে। আত্মশক্তি বাক্ আত্মাকে সক্রিয় করেন, সেই সক্রিয় আত্মা প্রাণ। তাই এই বাক্(আটিক্যা) প্রাণের(উষস্তির) শক্তি, যাঁদের মিথুনে সবাই সৃষ্ট হয়েছে।

সংস্কার অর্থে ---সম্+কৃ–যা সম্যক রূপে কৃত হয়ে একটি আকার নিয়েছে। প্রতি ভোগে আমরা সংস্কৃত হচ্ছি আর ভোগের অন্তে বীজের আকারে, সংস্কার হয়ে আত্মস্বরূপে বিধৃত হয়ে থাকি।বহিঃ ক্ষেত্রে, বিরাটে, এই জায়গার নাম পিতৃলোক।
প্রতি ভোগে, অন্নের প্রতি গ্রাসে আমাদের একটি অংশ 'নিজবোধ স্বরূপ' আত্মাতে বীজের আকারে বা সংস্কারের আকারে ধরা থাকছে। আমাদের এই যে অংশ এইটি 'অতিশেষ' অংশ।প্রাণ, যা আত্মার ক্রিয়াশীল স্বরূপ, তিনি, এই ভাবে তাঁতে বা তাঁর শক্তিতে, জায়াতে আমাদের 'অতিশেষ' অংশকে নিয়ে যান এবং আমরা ওখানে বিধৃত থাকি।
সা (তিনি-উষস্তির জায়া) অগ্রে এব (আগেই) সুভিক্ষা বভূব (ক্ষরণ ভাবকে বা মর্ত্তকে সুন্দর ভাবে ভেদ করেছিলেন।

প্রাণ, যিনি একদিকে অক্ষর আত্মা,অব্যয়, তিনিই ক্রিয়াশীল হয়ে, ক্ষরিত হয়ে বহু হচ্ছেন।সেই ক্ষরণ থেকে সব সৃষ্ট হয়েছে। ক্ষরিত হয়েও অক্ষর, ইনি সবার মূলে, অগ্রে। ইনি অক্ষর বলে আমরাও অক্ষর কেননা ইনি আমাদের আত্মা (আমাদের নিমিত্ত কারণ এবং আমদের উপাদান)। তাই ইনি আগেই 'সুভিক্ষা' হয়েছিলেন(ক্ষরণকে ভেদ করেছিলেন); অর্থাৎ ইনি সবার অগ্রে, আদিতে , 'অক্ষর'।

১।১০।৬

স হ প্রাতঃ সংজিহান উবাচ যদ্বতান্নস্য লভেমহি লভেমহি ধনমাত্রাং রাজাসৌ যক্ষ্যতে স মা সর্ব্বৈরার্ত্বিজ্যৈর্বৃণীতেতি।

সঃ হ (তিনি) প্রাতঃ (সকালে, প্রাতে) সংজিহানঃ (সম্যক রূপে জাগ্রত হয়ে) উবাচ (বললেন) যৎ বত (আহা যদি) অন্নস্য (অন্নের) লভেমহি (লাভ করতাম), লভেমহি ধনমাত্রাং (ধন মাত্রা লাভ করতাম)! রাজা অসৌ (ওই যে রাজা) যক্ষ্যতে (যজ্ঞময় এবং ক্ষরিত হচ্ছেন, নিজেকে প্রাণ হয়ে বিকীর্ণ করছেন); সঃ (তিনি)

মা (আমাকে) সর্ব্বৈঃ (সকল) আর্ত্বৈজৈঃ (ঋাত্বিকের কাযের জন্য)বৃণীত(যদি বরণ করতেন) ইতি।
নিরুক্ত।
সঃ হ (তিনি) প্রাতঃ (সকালে, প্রাতে) সংজিহানঃ(সম্যক রূপে জাগ্রত হয়ে)----" (১) সে সকালে বা নিদ্রা থেকে উঠে বা (২) সে মৃত্যুর থেকে পুনর্জীবনে ফিরে এসে, (৩) অজ্ঞানতা থেকে এই প্রকার জ্ঞানে জাগ্রত হয়ে", এই তিন রকম অর্থই হতে পারে। প্রাত–প্রাক্ দিক্ বা প্রাণের পূর্ব্ব দিকের যে বেদন, সেই বেদন বা সেই বেদনাত্মক যে কাল(বা কাম)। যা সামনে, যা অভীষ্ট তাকে দেবার জন্য প্রাণের যে কামময়তা, কলন বা কাল তা 'প্রাত'। সংজিহানঃ(সম্যক রূপে জাগ্রত হয়ে)----সম্ + জিহানঃ---জিহান শব্দের অর্থ 'সম্মুখ দিকে বা অভীষ্টর দিকে ধাবমান হওয়া। অন্নস্য (অন্নের) লভেমহি (লাভ করতাম)---অন্ বা প্রাণ নিজেকে বর্দ্ধিত করে যে বহু পোষণময়, পুষ্টিদাতা স্বরূপ প্রকাশ করেছেন, তা অন্ন। তাই, বায়ু, জল, ধরিত্রী, শস্য ইত্যাদি অন্ন, এঁরা চিন্ময়, প্রাণদায়িনী।প্রাণের এই মহিমাকে যিনি জানেন তিনি 'অন্ন লাভ করেন'।

লভেমহি ধনমাত্রাং (ধন মাত্রা লাভ করতাম)!

ধন–ধ+অন্; অন্ বা প্রাণের মূর্ত্তি ধারণ। অন্ বা প্রাণের বিশিষ্টতা এক এক ভাবে প্রাণে (মুখ্য প্রাণে) ধরা আছে, তা এক একটি সম্পদ, সম্যক পদ, এক এক প্রকার অন্ন, যার দ্বারা প্রাণ আমাদের আপ্যায়িত করছেন।
ধনমাত্রা–প্রাণের এক এক বেদনমাত্রায় এক এক প্রকার ধন সৃষ্টি হয়েছে। তাই, বেদে, বসু, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি সকলকে 'ধন' বলা হয়েছে। ধনমাত্রা=প্রাণ।

রাজা অসৌ (ওই যে রাজা) যক্ষ্যতে (যজ্ঞময় এবং ক্ষরিত হচ্ছেন, নিজেকে প্রাণ হয়ে বিকীর্ণ করছেন)----
রাজা-রাজন্ শব্দ থেকে 'রাজা'। রাজা অর্থে যিনি আলো দিচ্ছেন বা প্রকাশ করছেন।
'অসৌ' শব্দের অর্থ 'ঐ'। বেদে 'অসৌ' শব্দ সাধারণতঃ দ্যুলোক এবং আদিত্যের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে।
অক্ষর আত্মা সমস্ত বিশ্ব ভুবনকে অদ্বয় বোধে অদন করছেন(খাচ্ছেন), ভোগ করছেন, বোধ করছেন। এই ভোগক্ষেত্রের নাম আদিত্য। অক্ষর আত্মা নিজেকে দোহন করে প্রকাশ করছেন, এর নাম দ্যুলোক। লোক অর্থে প্রকাশ বা আলোকময় সত্ত্বা।তাই ইনি রাজা, তেজোময়, স্বয়ং প্রকাশ–মানে,

ইনি নিজে নিজেকে নিজের দ্বারা প্রকাশ করেন, আর সেই প্র কাশে বিশ্ব ভুবন ও প্রকাশ পাচ্ছে।
যক্ষ্যতে---যজন এবং ক্ষরণ করছেন।'য' অর্থে 'যমন' , নিয়ত্রণ; 'জ' অর্থে 'জাত হওয়া, জ্ঞানময় হওয়া'। যক্ষ অর্থে, 'যিনি সমস্ত জ্ঞান প্রকাশের মূলে নিয়ন্তা, ঈশ্বর এবং জ্ঞান বা বোধক্রিয়ার দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করছেন বা ক্ষরিত হচ্ছেন; এঁর নাম প্রাণ আর এই প্রকাশেই সবাই সৃষ্ট।

সঃ (তিনি) মা (আমাকে) সর্ব্বৈঃ (সকল) আর্ত্বৈজৈঃ (ঋত্বিকের কাযের জন্য)বৃণীত(যদি বরণ করতেন) ইতি।

ঋত্বিক---ঋতকে যিনি সত্য করেন, মূর্ত্ত করেন, তিনি ঋত্বিক। ঋত অব্যক্ত, সত্য ঋতের ব্যক্ততা। ঋতের যে প্রকাশময়তা তাই ঋক্ যা হোল আত্মার মন্ত্রময়, বাঙ্ময় চেহারা, যার থেকে সবাই মূর্ত্ত হয়েছে।
অক্ষর আত্মা যজ্ঞের মূলে। প্রাণ বা বিষ্ণু যজ্ঞের বেদী বা বেদন বা বোধক্রিয়া ময় অংশ, ব্রহ্মা ঋত্বিক। যিনি এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন তিনিও ঋত্বিক।

১।১০।৭
তাং জায়োবাচ হন্ত পত ইম এব কুল্মাষা ইতি তান্ খাদিত্বাহমুং যঞ্জং বিততমেয়ায়।

তম্ (তাঁকে) জায়া(জায়া) উবাচ (বললেন), হন্ত পতেঃ (হে পতি), ইমে এব কুল্মাষাঃ(এই সেই কুল্মাষ) ইতি। তাম্ খাদিত্বা (এই খেয়ে) অমুম্(ওই) যজ্ঞে(যজ্ঞে) বিততম্ (বিস্তীর্ণ করতে করতে) এয়ায়(চল) ইতি।
নিরুক্ত।

সেই যে কুল্মাষের 'অতিশেষ' অংশ, যা আগে মরণের দ্বারা কলুষিত ছিল,খণ্ডিত বা সীমাবদ্ধ ছিল তাকে জায়া বা আত্ম শক্তি যখন ফিরিয়ে দিলেন, তখন তা খাওয়ার(প্রাপ্তির) যে ফল বা তার যে প্রভাব, তার দ্বারা নিজেকে যে যজ্ঞের দ্বারা (অগ্নিহোত্রের দ্বারা) প্রাণ সবাইকে যমন বা নিয়ন্ত্রণ এবং জ্ঞানময় বা চৈতন্যময় করেন, প্রাণের সাথে এক হয়ে সেই যজ্ঞ যতদূর বিস্তৃত,নিজেকেও ততদূর বিস্তৃত দেখা যায়।
যা কিছু ছিল কালের দ্বারা, দেশের দ্বারা সীমিত (limited by the space and time), তা হল মহাপ্রাণের সাথে এক হয়ে মুক্ত,

অসীম। মুক্ত দর্শন, মুক্ত শ্রবণ ইত্যাদির প্রাপ্তি হল। অদৃষ্ট দৃষ্ট হয়, অশ্রুত শ্রুত হয়, অবিজ্ঞাত জ্ঞাত হয়। সেই দর্শন, সেই শ্রবণ ইত্যাদি দেশ বা কালের দ্বারা ব্যাহত হয় না।

১।১০।৮

তত্রোদ্গাতৃনাস্তাবে স্তোষ্যমাণানুপোপবিবেশ স হ প্রস্তোতারমুবাচ।

তত্র (সেই খানে, যজ্ঞ স্থলে) উদ্গাতৃন্(উদ্গাতৃরা) আস্তাবে (যেখানে স্তুতি হয় সেইখানে) স্তোষ্যমাণান্(যাঁরা স্তুতি করছেন) উপ(নিকটে) উপবিবেশ(বসলেন বা ঊষস্তি তাঁদের সন্নিকটে গেলেন)।সঃ হ (তিনি-ঊষস্তি) প্রস্তোতারম্ (যিনি প্রস্তাব গান করছেন, বা প্রস্তাব করছেন, তাঁকে) উবাচ(বললেন)।

১।১০।৯

প্রস্তোতর্যা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বান্ প্রোস্তোষ্যসি মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি।

প্রস্তোতঃ(প্রস্তোতা) যা দেবতা(যে দেবতা) প্রস্তাবম্(প্রস্তাবকে) অন্বায়ত্তা(অনুগমন করেন) তাম্ (তাকে)চেৎ (যদি)অবিদ্বান্(না

বিদিত হয়ে) প্রস্তোষ্যসি(প্রস্তাব বা প্রস্তাব গান করো) মূর্ধা(মস্তক, মাথা) তে(তোমার) বিপিতিষ্যতি (পরে যাবে, খসে পরবে) ইতি।
নিরুক্ত---মূর্ধা(মস্তক, মাথা) তে(তোমার) বিপিতিষ্যতি (পরে যাবে, খসে পরবে) ইতি;
মূর্ধা (মূর্ধন্) শব্দের অর্থ মস্তক এবং দ্যুলোক, দুই হয়।
সুতরাং 'মাথা খসে পরবে' এর অর্থ হয় (১) বুদ্ধি বিপরিলোপ হবে; (২) যে স্বর্গে বা দ্যুলোকে তুমি প্রতিষ্ঠিত হতে পারতে তা হবে না, মর্ত্তের দ্বারাই আচ্ছন্ন থাকবে'।
১।১০।১০

এবমেবোদ্গাতারমুবাচোদ্গাতর্যা দেবতোদ্গীথমন্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বানুদ্গাস্যসি মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি।

এবম্ এব (এই ভাবেই) উদ্গাতারম্(উদ্গাতাকে) উবাচ(বললেন), উদ্গাতঃ(উদ্গাতা) যা দেবতা(যে দেবতা) উদ্গীথম্(উদ্গীথকে) অন্বায়ত্তা (অনুগমন করেন) তাম্ (তাকে)চেৎ (যদি)অবিদ্বান্(না বিদিত হয়ে) উদ্গাস্যসি(উদ্গান করো) মূর্ধা(মস্তক, মাথা) তে(তোমার) বিপিতিষ্যতীতি (পরে যাবে, খসে পরবে) ইতি।
১।১০।১১

এবমেব প্রতিহর্ত্তারমুবাচ প্রতিহর্ত্তর্যা দেবতা প্রতিহারমন্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি তে হ সমারতাস্তূষ্ণীমাসাঞ্চক্রিরে।
এবম্ এব(এই ভাবেই) প্রতিহর্ত্তারম্(প্রতিহর্ত্তাকে) উবাচ(বললেন), প্রতিহর্ত্তা(প্রতিহর্ত্তা) যা দেবতা(যে দবতা) প্রতিহর্ত্তারম্(প্রতিহরণকে) অন্বায়ত্তা(অনুগমন করেন) তাম্ (তাকে)চেৎ (যদি)অবিদ্বান্(না বিদিত হয়ে) প্রতিহরিষ্যসি(প্রতিহরণ করো) মূর্ধা(মস্তক, মাথা) তে(তোমার) বিপিতিষ্যতি (পরে যাবে, খসে পরবে) তে হ (তাঁরা) সমারতাঃ(সম্যক রূপে নিবৃত্ত হয়ে) তুষ্ণীম্(তুষ্ণতা বা নীরবতা কে) আসাঞ্চক্রিরে(অবলম্বন করলেন)।
সমারতাঃ(সম্যক রূপে নিবৃত্ত হয়ে)-সম্ +আ+রত(রম্ ধাতু নিষ্পন্ন)।

প্রথম অধ্যায়, একাদশ খণ্ড।
১।১১।১
অথ হৈনং যজমান উবাচ ভগবন্তং বা অহং বিবিদিষাণীত্যুষস্তিরস্মি চাক্রায়ণ ইতি হোবাচ।

অথ হ (অনন্তর) এনম্ (এনাকে-উষস্তিকে) যজমানঃ (যজমান) উবাচ (বললেন), ভগবন্তম্(ভগবানকে) বৈ অহম্(আমি অবশ্যই) বিবিদিষাণি (জানতে ইচ্ছা করি) ইতি।
উষস্তিঃ অস্মি (আমি উষস্তি হই) চাক্রায়ণঃ (চক্রের পুত্র) ইতি হ উবাচ(উষস্তি এই বললেন)।

১।১১।২
স হোবাচ ভগবন্তং বা অহমেভিঃ সর্ব্বৈরার্ত্বিজ্যৈঃ পর্য্যৈষিষং ভগবতো বা অহমবিত্ত্যান্যানবৃষি।

সঃ(তিনি, সেই যজমান) হ উবাচ(বললেন), ভগবন্তম্(ভগবান আপনাকে) বৈ অহম্ (আমি অবশ্যই) এভিঃ সর্ব্বৈঃ (এই সকল) আর্ত্বিজ্যৈঃ(ঋত্বিকের কাযের জন্য) পরি ঐষিষম্(অন্বেষণ করেছিলাম)। ভগবতঃ(আপনার), বৈ অহম্(আমি), অবিত্বা(অপ্রাপ্তির জন্য) অন্যান্ (অন্য সকলকে) অবৃষি(বরণ করেছি)।
নিরুক্ত।
যজমান– য=যমন=নিয়ন্ত্রণ।যিনি জ্ঞান বা বোধস্বরূপ, তিনি সবার অন্তরস্থ হয়ে সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করেন। ইনি ‘য’, এঁর দৈব স্বরূপ

'যম'। তাই 'য' অর্থে 'অন্তর'। জ্ঞান বা বোধস্বরূপ থেকে সবাই জাত হয়েছে এবং জ্ঞান বা বোধস্বরূপের দ্বারা বা প্রাণের দ্বারা সবাই নিয়ন্ত্রিত। সবার 'অন্তরে' ইনি নিয়ন্তা। যা 'জাত' হয়েছে তা বহিঃ, তা 'জ'। যিনি এই 'অন্তর'(য) ও 'বহিঃ'(জ) কে এক করতে ব্রতী, বা যে প্রাণ 'অন্তর' ও 'বহিঃ' উভয়ই, সেই প্রাণ বা জ্ঞানকে পাবার জন্য 'মান' বা ব্রতী হয়েছেন, তিনি 'যজমান'।তাই যজমান, উষস্তি বা প্রাণকে দেখতে পেয়ে বললেন (যিনি উষস্তি অর্থাৎ উদয় অস্তহীন প্রাণের দ্রষ্টা তাঁকে দেখতে পেয়ে বললেন) যে, 'আমি আপনাকেই খুঁজছিলাম, না পেয়ে আর সবাইকে বরণ করেছি'।

১।১১।৩

ভগবাংস্ত্বেব মে সর্ব্বৈরার্ত্বিজ্যৈরিতি তথেত্যথ তর্হ্যেত এব সমতিসৃষ্টাঃ স্তুবতাং যাবত্ত্বেভ্যো ধনং দদ্যাস্তাবদ্মম দদ্যা ইতি তথেতি হ যজমান উবাচ।

ভগবান্(ভগবান) তু এব(আপনিই) মে সর্ব্বৈঃ(আমার সকল) আর্ত্বিজ্যৈঃ(ঋত্বিকের কর্ম্ম সম্পন্ন করুন) ইতি।
তথা ইতি(তাই হোক-উষস্তি বললেন)।অথ(এখন) তর্হি (তবে)এতে এব(এরা সবাই, আর সকল উদ্গাতৃগণ) সম (সম্যক ভাবে) অতিসৃষ্টাঃ(অতিসৃষ্ট হয়ে) স্তুবতাম্(স্তব করুক)। যাবৎ (যে

পর্য্যন্ত, বা যে পরিমাণ) তু এভ্যঃ(তুমি এদেরকে) ধনম্ দদ্যাঃ(ধন দান করেছ) তাবৎ (সেই পরিমান) মম (আমাকে) দদ্যাঃ(দাও) ইতি।

তথা ইতি (তাই হোক) যজমান উবাচ (যজমান বললেন)।
নিরুক্ত।
অথ (এখন) তর্হি (তবে) এতে এব (এরা সবাই, আর সকল উদ্গাতৃগণ) সম (সম্যক ভাবে) অতিসৃষ্টাঃ (অতিসৃষ্ট হয়ে) স্তুবতাম্ (স্তব করুক)।

অতিসৃষ্ট---সৃষ্টিকে অতিক্রম করে যিনি আছেন, তিনি প্রাণ। কেননা, প্রাণ বা আত্মার বোধক্রিয়া থেকে সবাই জন্মেছে।তাই প্রাণকে, মুখ্য প্রাণ, মৃত্যুহীন প্রাণকে যারা দেখে তারা 'অতিসৃষ্ট'। যাবৎ (যে পর্য্যন্ত, বা যে পরিমাণ) তু এভ্যঃ (তুমি এদেরকে) ধনম্ দদ্যাঃ (ধন দান করেছ) তাবৎ (সেই পরিমান) মম (আমাকে) দদ্যাঃ (দাও) ইতি---যত দূর অব্দি তুমি নিজেকে বিতরণ করেছ অর্থাৎ অনাত্ম বোধে এই মর্ত্ত জগৎ বা মৃত্যুর সাথে সঙ্গময় হয়েছ, ততদূর অব্দি তুমি আমাতে বা প্রাণেতে নিজেকে বিতরণ করো;

এই মর্ত্তকে প্রাণের প্রকাশ জেনে অচিৎ সঙ্গ বর্জ্জন করে চিৎসঙ্গময় হও।

১।১১।৪

অথ হৈনং প্রস্তোতোপসসাদ প্রস্তোতর্যা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বান্ প্রস্তোষ্যসি মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মা ভগবানবোচৎ কতমা সা দেবতেতি।

অথ হ(অনন্তর) এনম্(এঁর) প্রস্তোতঃ (প্রস্তোতা, যিনি 'প্রস্তাব গান করেন) উপসসাদ(নিকটে গেলেন)।(অনন্তর এঁর নিকটে প্রস্তোতা গেলেন।) প্রস্তোতঃ(প্রস্তোতা) যা দেবতা(যে দেবতা) প্রস্তাবম্(প্রস্তাবকে) অন্বায়ত্তা(অনুগমন করেন) তাম্ (তাকে)চেৎ (যদি)অবিদ্বান্(না বিদিত হয়ে) প্রস্তোষ্যসি(প্রস্তাব বা প্রস্তাব গান করো) মূর্ধা(মস্তক, মাথা) তে(তোমার) বিপিতিষ্যতি (পরে যাবে, খসে পরবে) ইতি মা(আমাকে) ভগবান(ভগবান) অবোচৎ(বলেছিলেন)। কতমা(কে) সা (সেই) দেবতা(দেবতা) ইতি।

(প্রস্তোতা বললেন, 'ভগবান, আপনি বলেছিলেন যে দেবতা প্রস্তাবকে অনুগমন করেন তাকে যদি না বিদিত হয়ে প্রস্তাব বা প্রস্তাব গান করো তা হলে তোমার মাথা খসে পরবে; কে সেই দেবতা?')

১।১১।৫

প্রাণ ইতি হোবাচ সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি
প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে সৈষা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা
তাং চেদবিদ্বান্ প্রাস্তোষ্যো মূর্ধা তে ব্যপতিষ্যত্তথোক্তস্য ময়েতি।
প্রাণঃ (প্রাণ) ইতি হ উবাচ(ইহাই তিনি বললেন)। সর্বাণি(সকল)
হ বৈ ইমানি (এই) ভূতানি (ভূত বা জীব সকল) প্রাণম্
এব(প্রাণেই) অভিসংবিশন্তি(প্রবিষ্ট হয়), প্রাণম্ অভি(প্রাণের
প্রতিই) উজ্জিহতে (গতিশীল হয়; জাগ্রত হয়)। সা(সেই) এষা
(এই) দেবতা (দেবতা) প্রস্তাবম্(প্রস্তাবের) অন্বায়ত্তা(অনুগত)।
তাম্ (তাকে)চেৎ (যদি)অবিদ্বান্(না বিদিত হয়ে) প্রাস্তোষ্যঃ (যদি
প্রস্তাব করতে) মূর্ধা(মস্তক, মাথা) তে(তোমার) ব্যপতিষ্যৎ (পরে
যেত) ইতি।তথা(সেই) উক্তস্য(উক্তির; উক্তির সত্যতা)
ময়া(আমার দ্বারা) ইতি।
নিরুক্ত।

প্রস্তাব। স্তু ধাতু থেকে প্রস্তাব, স্তব, প্রস্তুত,এই সকল শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। প্রস্তাব=প্রাণের প্রথম উপলব্ধি, প্রথম উদয় থেকে যে স্তব প্রকাশ পায় বা গীত হয়।

প্রাণঃ ইতি হ উবাচ---প্রাণের যে প্রথম উদয়, সেই উদয়ের যে বেদন, বা যে সেই উদয় জ্ঞাপক, তা প্রস্তাব। 'ঐ প্রাণ আসছেন, ঐ প্রাণ আসছেন', ইহাই 'প্রস্তাব'। তাই যে দেবতা প্রস্তাবকে অনুগমন করেন তিনি প্রাণ। ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হয়েছে,'প্রথম উদিত যে আদিত্য তিনি 'প্রস্তাব'।
সর্বাণি(সকল) হ বৈ ইমানি (এই) ভূতানি (ভূত বা জীব সকল) প্রাণম্ এব(প্রাণেই) অভিসংবিশন্তি(প্রবিষ্ট হয়), প্রাণম্ অভি(প্রাণের প্রতিই) উজ্জিহতে(জাগ্রত হয়)।

প্রাণের যে প্রথম দর্শন বা তার যে উপলব্ধি, তা হলো, 'ইনি আমার জন্ম, মৃত্যু সব কিছুর আশ্রয়'। তাই ঋষি বললেন, যে প্রথম উদিত প্রাণ যিনি প্রস্তাবের অনুগত কেননা----সর্ব্ব ভূত প্রাণেই প্রবিষ্ট হয়, প্রাণেই অব্যক্ত হয়ে বীজ হয়ে থাকে, আবার তারা প্রাণের দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হয়ে, জাগ্রত হয়ে, প্রাণের প্রতিই ধাবিত হয়।
তথা (সেই) উক্তস্য (উক্তির; উক্তির সত্যতা) ময়া (আমার দ্বারা) ইতি----উক্ত= যা ব্যক্ত তার যে অংশ উৎ বা ব্যক্তের ঊর্দ্ধে, তা উক্ত; সেই উক্তির সত্যতা হল যা ব্যক্ত; তাই যা উক্ত তা প্রাণ, তা সত্যের সত্য(সত্যস্য সত্যম্); উক্তির সত্যতা যাঁর দ্বারা হয় তিনি

প্রাণ–ইহার অর্থ ‘তথা(সেই) উক্তস্য(উক্তির; উক্তির সত্যতা) ময়া(আমার দ্বারা)’।
শব্দের যা বহিরাকাশে শব্দিত হয় তা ব্যক্ত, আর যা অন্তরাকাশে উচ্চারিত হয় তা উক্ত।

১।১১।৬
অথ হৈনমুদ্গাতোপসসাদোদ্গাতর্যা দেবতোদ্গীথমন্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বানুদ্গাস্যসি মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মা ভগবানবোচৎ কতমা সা দেবতেতি।
অথ হ(অনন্তর) এনম্(এঁর) উদ্গাতা উপসসাদ(নিকটে গেলেন)। (অনন্তর এঁর নিকটে উদ্গাতা গেলেন।) উদ্গাতঃ(উদ্গাতা) যা দেবতা(যে দেবতা) উদ্গীথম্(উদ্গীথের) অন্বায়ত্তা(অনুগমন করেন) তাম্ (তাকে)চেৎ (যদি)অবিদ্বান্(না বিদিত হয়ে) উদ্গাস্যসি (যদি উদ্গান করো) মূর্ধা(মস্তক, মাথা) তে(তোমার) বিপিতিষ্যতি (পরে যাবে, খসে পরবে) ইতি মা(আমাকে) ভগবান(ভগবান) অবোচৎ(বলেছিলেন)। কতমা(কে) সা (সেই) দেবতা(দেবতা) ইতি।

১।১১।৭

আদিত্য ইতি হোবাচ সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাদিত্যমুচ্চৈঃ সন্তং গায়ন্তি সৈষা দেবতোদ্গীথমন্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বানুদগাস্যো মূর্ধা তে ব্যপতিষ্যত্তথোক্তস্যময়েতি।

আদিত্য(আদিত্য) ইতি হ উবাচ(ইহাই তিনি বললেন)। সর্বাণি(সকল) হ বৈ ইমানি (এই) ভূতানি (ভূত বা জীব সকল)আদিত্যম্(আদিত্যকে) উচ্চৈঃ সন্তম্(ঊর্দ্ধে স্থিত) গায়ন্তি(গান করে){এই ভূত সকল ঊর্দ্ধে স্থিত আদিত্যকে গান করে}। সা(সেই) এষা (এই) দেবতা (দেবতা) উদ্গীথম্ অন্বায়ত্তা(অনুগত)। তাম্ (তাকে)চেৎ (যদি)অবিদ্বান্(না বিদিত হয়ে) উদ্গাস্য (যদি উদ্গান করতে) মূর্ধা(মস্তক, মাথা) তে(তোমার) ব্যপতিষ্যৎ (পরে যেত) ইতি। ইতি।তথা(সেই) উক্তস্য(উক্তির; উক্তির সত্যতা) ময়া(আমার দ্বারা) ইতি।

নিরুক্ত।

যে দিক্ দিয়ে প্রাণ সবাইকে নিজের দিকে নিয়ে চলেন তার নাম ঊর্দ্ধদিক্। প্রাণের এই ব্যক্তিত্ব বা দেবত্বের নাম 'আদিত্য'। যিনি সবাইকে অদন করেন বা খান, বা আত্মসম্মিত করেন, নিজের সাথে এক করেন, তিনি আদিত্য, অদিতির সন্তান।

নিজের সাথে এক করেন বা ঊর্দ্ধে স্থিত করেন, ইহা উদ্গীথ।তাই যে দেবতা উদ্গানের অনুগমন করেন, তিনি আদিত্য।
সর্ব্বাণি (সকল) হ বৈ ইমানি (এই) ভূতানি (ভূত বা জীব সকল) আদিত্যম্(আদিত্যকে) উচ্চৈঃ সন্তম্(ঊর্দ্ধে স্থিত) গায়ন্তি(গান করে){এই ভূত সকল ঊর্দ্ধে স্থিত আদিত্যকে গান করে}----ঊর্দ্ধে স্থিত আদিত্যকে গান করার অর্থ, মৃত্যুর পরপারে গিয়ে স্থিত হওয়া। ভোক্তা, ভোগ্য এবং ভোগ এই তিনই মৃত্যুর পরপারে স্থিত হয় বা দৈব স্বরূপ প্রাপ্ত হয় মুখ্য প্রাণের দ্বারা বা উদ্গানের দ্বারা।

১।১১।৮
অথ হৈনং প্রতিহর্ত্তোপসসাদ প্রতিহর্ত্তর্যা দেবতা প্রতিহারমন্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মা ভগবানবোচৎ কতমা সা দেবতেতি।
অথ হ(অনন্তর) এনম্(এঁর) প্রতিহর্ত্তা উপসসাদ(নিকটে গেলেন)।(অনন্তর এঁর নিকটে প্রতিহর্ত্তা গেলেন।)। প্রতিহর্ত্তঃ (প্রতিহর্ত্তা) যা দেবতা(যে দেবতা) প্রতিহারম্ (প্রতিহরণকে) অন্বায়ত্তা(অনুগমন করেন) তাম্ (তাকে)চেৎ (যদি)অবিদ্বান্(না বিদিত হয়ে) প্রত্যহরিষ্যো (যদি প্রতিহরণ করো) মূর্ধা(মস্তক, মাথা) তে(তোমার) বিপিতিষ্যতি (পরে যাবে, খসে পরবে) ইতি

মা(আমাকে) ভগবান(ভগবান) অবোচৎ(বলেছিলেন)। কতমা(কে) সা (সেই) দেবতা(দেবতা) ইতি।

১।১১।৯
অন্নমিতি হোবাচ সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যন্নমেব প্রতিহরমাণানি জীবন্তি সৈষা দেবতা প্রতিহারমন্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বান্ প্রত্যহরিষ্যো মূর্ধা তে ব্যপতিষ্যত্তথোক্তস্য ময়েতি তথোক্তস্য ময়েতি।

অন্নম্(অন্ন) ইতি হ উবাচ(ইহাই তিনি বললেন)। সর্বাণি(সকল) হ বৈ ইমানি (এই) ভূতানি (ভূত বা জীব সকল) অন্নম্ এব প্রতিহরমাণানি জীবন্তি। সা(সেই) এষা (এই) দেবতা (দেবতা) প্রতিহারম্ অন্বায়ত্তা(অনুগত)। তাম্ (তাকে)চেৎ (যদি)অবিদ্বান্(না বিদিত হয়ে) প্রতিহরিষ্যো (যদি উদ্গান করতে) মূর্ধা(মস্তক, মাথা) তে(তোমার) ব্যপতিষ্যৎ (পরে যেত) ইতি। ইতি।
তথা(সেই) উক্তস্য(উক্তির; উক্তির সত্যতা) ময়া(আমার দ্বারা) ইতি; তথা(সেই) উক্তস্য(উক্তির; উক্তির সত্যতা) ময়া(আমার দ্বারা) ইতি।
নিরুক্ত।

ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হয়েছে, ‘মধ্যাহ্নের পর এবং অপরাহ্নের পুর্ব্বে যে আদিত্য, যে কাল বা যে প্রাণের ক্রিয়া তা ‘প্রতিহার’। ভোগের দ্বারা যে প্রাপ্তি বা আপ্তি হয় তা আমাদের পুষ্টি হয়ে, সমৃদ্ধি হয়ে থাকে। অন্ন বা প্রাণের পুষ্টিদান থেকে বা প্রাণের স্পর্শে আমরা পুষ্ট হই এবং প্রাণেই ভোগের পর আমরা সেই ভোগের প্রাপ্তি নিয়ে বিধৃত থাকি। ভোগের পর (উদ্গানের পর) এই যে প্রাণে ফিরে যাওয়া ইহা প্রতিহার এবং প্রাণের এই ব্যক্তিত্বের নাম,দেবত্বের নাম ‘অন্ন’। এই ভাবে, প্রতি ভোগের অন্তে আমরা প্রাণে ‘প্রতি’ বা সেই ভোগ অনুযায়ী বিধৃত হয়ে থাকি। প্রাণ আবার সেই প্রকার ভোগের সময় আমাদের আরো সমৃদ্ধ করেন এবং এই ভাবে আমাদের বিবর্ত্তন হয়, আমরা পশু থেকে মানুষ, মানুষ থেকে দেবতা, ঋষি হই।

সমাপ্ত।